ভারতের জন্য একদফা - কর্মসূচি

একটি India 1st প্রবর্তন

১. সেরা 'স্বদেশী' কার্যকর *মানব মূলধন এর জবাব !*

বর্তমানে আমরা সবসময় আমাদের সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রগুলি সহ আমাদের নিজেদের দেশকে চালাতে সেরা গুণমানের ও কম খরচের 'স্বদেশী' কার্যকর মানব মূলধন ব্যবহার করতে পারি না।

ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যখন ভারতীয় ইতিহাস পড়বে, তখন ১৯৪৭ থেকে ২০০২ সাল, ৫৫ বছরের সময়কালের মধ্যে ভারতের দ্রুত বৃদ্ধি ব্যাহত করার জন্যে এটা অন্যতম কারণ হিসাবে গৃহীত হবে !

১১০ কোটি লোকসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেরা কর্মীদলকে ক্ষমতায় বসাতে পারি না ও আমাদের 'ঘর গুছিয়ে নিয়ে' বিশ্বমানের উৎকর্ষে পৌঁছতে পারি না।

যে পরিমাণেই টাকা বা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হোক, তা কখনোই কার্যকর মানব মূলধনের স্থান দখল করে নিতে পারবে না। সত্যি বলতে কী, সেরা কর্মীদল জানে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ও জাগতিক পরিবেশে অন্যান্য সম্পদ কী ভাবে সংগ্রহ করা যায়। এর বিপরীতটি সত্য নয়।

২. অর্থব্যবস্থার 'ইঞ্জিন'

সংগঠিত ক্ষেত্রের দরকার ভারতের অর্থব্যবস্থার 'ইঞ্জিন' রূপে কাজ করা। তাকে 'বিশ্বমানের' হওয়া দরকার। মোট ১.৮০ কোটি লোক সরকারি ক্ষেত্রে কাজ করে এবং প্রায় ৯০ লক্ষ লোক বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজ করে। *এই ক্ষেত্রে মোট কর্মীসংখ্যা হল ২.৭ থেকে ২.৮ কোটি।*

এই ক্ষেত্রের সচেতন, দায়িত্ববান হওয়া দরকার এবং দক্ষতা, সুশাসন ও ভালো প্রশাসনের নিদর্শন হয়ে ওঠা দরকার। ভারতকে শাসন করতে প্রতিদিন কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে মূলধন খাতে ও রাজস্ব খাতে, উভয়ের জন্য, **www.Loksatta.org** অনুসারে, ব্যয় হয় টা. ২৩০০ কোটি। ভারতবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে এই বিপুল অর্থের সদ্ ব্যবহার হয়।

এই ক্ষেত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল শাসন ও প্রশাসন এবং নাগরিক ও ভারত দেশের সেবা ও উন্নতি, যথাসাধ্য সেরা উপায়ে সুনিশ্চিত করা। সরকার দক্ষ ও বিশ্বমানের হলে তবেই কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা করতে পারে। আমাদের অর্থনৈতিক সংস্কারে নেতৃত্ব দিতে হবে এই ক্ষেত্রকেই। প্রতি বছরে ২.৮ কোটি জন্ম হয় ও ০.৯ কোটির মৃত্যু হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ১.৮০ কোটি কর্মীদের বিশ্বমানের ও অত্যন্ত কর্মদক্ষ হওয়া দরকার। ভারতের ১১০ কোটি লোক তাদের উপরেই নির্ভরশীল।

৩. ভারতের মানব মূলধন সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত, কিন্তু ভারতে নয় !

আমাদের মানব সম্পদ, বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নিম্নে বর্ণিত কিছু কারণের জন্য আমরা নিজেদের দেশে তাকে সর্বদা কাজে লাগাতে পারি না !

ভারতীয়রা বিশ্বের কয়েকটি বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, যার মধ্যে উৎপাদন ও পরিষেবা উভয় ক্ষেত্রই অন্তর্ভুক্ত আছে। বহু দেশে ভারতীয়রা পরামর্শদাতা রূপে কাজ করে। শাসন ও প্রশাসনের জন্য যেই সেরা ও দক্ষ কর্মীদলকে কাজে লাগাবে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হবে।

আজকাল সারা বিশ্ব জুড়ে সৎ রাজনীতিবিদরা প্রথমেই অর্থনীতির কথা বলেন। সেরা রাজনীতিবিদ ও নেতারা কথা বলার সাথে সাথে কাজ ও করেন।

বিশ্ববাজারে ভারতকে প্রতিযোগিতা করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্যের মাত্র ০.৮% আমাদের দখলে, যেখানে আমাদের জনসংখ্যা বিশ্বের ১৭%। ভারতের জিডিপি হল বিশ্বের জিডিপি'র মাত্র ১.৮%। ভারতে চাহিদা অনেক বেশি কিন্তু ক্রয়ের ক্ষমতা খুব কম। তার কারণ হল, দৈনিক মাথা পিছু আয় মাত্র ইউএস $১.৮২ ! *বিশ্বব্যাঙ্কের দারিদ্র্য রেখার সংজ্ঞা* অনুযায়ী দৈনিক মাথাপিছু আয় ছিল ইউএস $১, যা এখন সংশোধিত হয়ে দৈনিক ইউএস $২ হয়েছে।

টিকে থাকতে গেলে ও কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে ভারতের কর্মীসংক্রান্ত আইনকে এশিয়া, লাতিন, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব ইওরোপের প্রতিযোগী দেশগুলির সমান স্তরে আনতে হবে।

৪. ভারতের সমস্যার কারণসমূহ

আমরা প্রতিষ্ঠান ও দেশের ক্ষতি করেও যেকোনো উপায়ে কিছু কর্মীকে রক্ষা করি। ভারতীয় সংবিধানের ৩১১ ধারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্মীদের সুরক্ষা দেয়।

এই ধারাটিকে ঠিকমতো সংশোধন করতে হবে, কেননা, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এটি বাঞ্ছনীয় নয়। এটি শুধুমাত্র ১.৭% ভারতীয়কে (১.৮ কোটি) অত্যধিক সুরক্ষা দেয়, যারা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কর্মী এবং পরোক্ষভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদেরও রক্ষা করে (৯০ লক্ষ লোক) যারা সবমিলে ভারতের জনসংখ্যার মোট ২.৬% (২ কোটি ৭০ লক্ষ)।

কাজ না করলেও চাকরি হারাবার ভয় নেই !

কখনও কখনও এই কর্মীরা আজীবন চাকরির সুরক্ষা চান ও পেয়েও যান,

১. তাঁরা কাজ করুন বা না করুন

২. তাঁর সৎ বা অসৎ যাই হোন না কেন, এমনকী ঘুষ নেওয়ার সময়ে হাতে নাতে ধরা পড়লেও

৩. তাঁরা অনুপস্থিত থাকলেও খাতাকলমে হাজির থাকেন

৪. তাঁরা দক্ষ বা অদক্ষ যাই হোন না কেন

৫. তাঁরা নিজেদের কাজে অন্যকে দিয়ে করান

৬. স্বেচ্ছাকৃত ভাবে জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি করেন

৭. বছরের পর বছর প্রতি বছর ১৫ দিন/বছর অসুস্থাজনিত ছুটি নেন! প্রতি বছর ঠিক ১৫ দিন অসুস্থ থাকা অসম্ভব ! (বছরে ১৫ দিনের সিক লীভ নিয়ে)

৮. একই প্রতিষ্ঠোনের মধ্যে উৎপাদনশীলতার উন্নতির জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণ, পুনর্নিয়োগ বা পুনর্গঠনে বাধা দেন এবং

৯. কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সরকারি উদ্যোগের কাজে বাধা দেন ও স্থায়ী সম্পদের ক্ষতিসাধন বা বিনাশ করেন।

এভাবে দেশের জনগণের গুরুত্বপূর্ণ এক অংশকে সুরক্ষিত রাখলে কোনো দেশকে দক্ষভাবে চালানো যায় না ! ভারতের জনসংখ্যার ১.৭% ভোটার হিসেবেও এরা সংখ্যাগুরু নয় !

জনগণের ইচ্ছা অনুসারে ৫ বছরের মেয়াদের পর বা তার আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, এমএলএ, মিউনিসিপাল কাউন্সিলরদের বদলে দেওয়া যায়।

বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ও তাদের সহযোগী সংস্থাগুলির কর্মীরা, উপরে যেমন বলা হয়েছে, আজীবন চাকরির সুরক্ষা পান, তাঁদের কার্যদক্ষতা যাই হোক না কেন !

৫. ভারতের জন্য কর্মসূচি

শোষণের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করতে, ভারতের প্রয়োজন একটি 'কর্মীসংক্রান্ত নীতি' !

কর্মসংস্থানকে আমাদের রক্ষা করা দরকার, কিন্তু এমন কর্মীদেরে রক্ষা করতে হবে না যাঁরা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন না এবং স্বাভাবিক মানের কাজকর্ম করতে পারেন না বা নীতি মান্য করেন না। বিশেষ করে যেখানে আমাদের দেশে বিভিন্ন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এ নাম লেখানো বেকারের সংখ্যা ৪ থেকে ৪.৫ কোটি। সক্ষম বেকারদের মোট সংখ্যা এর প্রায় ২ থেকে ৬ গুণ বলে অনুমান করা হয়। (আমাদের হিসাব)

এর অন্তর্ভুক্ত আছে C2C অর্থাৎ সিইও বা চেয়ারম্যান থেকে কুলি। শ্রমিক আইন শব্দটি ১৯ শতকের এবং এখন তাকে বদলে কর্মী আইন বলা দরকার। মিডিয়া ও সংসদে প্রকাশ্য বিতর্কের মাধ্যমে ভারতের নেতৃগণ ও জনসাধারণকে সেরা কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে।

আমরা কোনো আকারেই জাতীয় ছাঁটাই নীতির কথা বলছি না। সংস্থাগুলিকে নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কীভাবে কর্মীসংখ্যা কমানো যায়, কর্মী ছাঁটাই করা যায় ও কর্মীসংখ্যা কমানো বা বাড়ানো যায়। শুধুমাত্র লাভবান সংস্থারাই নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

সংস্থাদের কর্মী বদল করার অনুমতি দিতে হবে, কর্মীরা যদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূরণ না করে। বিশেষত # ৪ (২), (৩), (৫) (৬) আর (৭)-ধারার অধীনে।

আপনিই সিদ্ধান্ত নিন ! এই একদফা কর্মসূচি ভারতের ১১০ কোটি জনগণের 'সুপ্ত ক্ষমতা'-কে জাগিয়ে তুলবে।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে আমরা কী করে **উৎকৃষ্ট শাসন পদ্ধতি ও কার্যকর প্রশাসন** সহ দক্ষ এক দেশকে চালাতে পারবো? প্রথমেই আমাদের **"নিজেদের বাড়িকে গুছিয়ে ফেলতে হবে।"** ঠিক একথাই উপযুক্ত **অ্যাকশন প্ল্যান** সহ বুঝিয়ে বলা হয়েছে আমাদের ৪৮ পাতার **ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়াও** পুস্তিকায়। বাকি সবকিছু তারপর ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.wakeupcall.org দেখে নিন। **'ভারতের জন্য কর্মসূচি*'** কপি পাওয়া যাচ্ছে ইংরেজি, হিন্দী, গুজরাতি, মরাঠি, বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, তামিল, তেলগু, কন্নাড়া, পঞ্জাবী, উর্দু ও মলয়ালম ভাষায়।

আপনি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আমাদের ৪৮ পাতার পুস্তিকা **ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া*** বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, ইংরেজি, হিন্দী, গুজরাতি, মরাঠি, বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, তামিল, তেলগু, কন্নাড়া, পঞ্জাবী, উর্দু ও মলয়ালম ভাষায়।

i Watch

Edited, Published and Printed for *i Watch* by Krishan Khanna. He is from IIT, Kharagpur. Between 1961 to 1992 he was responsible for 14 joint ventures and business partnerships with 14 different countries around the World. In 1993 he took 'Sanyas' from business for **Nation Building** and **Transforming INDIA**.

Krishan Khanna is Chairman - Vocational Education & Training Committee – **EPSI,** Educational Promotion Society of India, New Delhi. Co-Chairman - Committee on Education & Industry Co-operation, - **PHDCC&I,** New Delhi, Member - CII National Committee on Education, New Delhi, Director - Vocational Services, **Rotary International,** Rotary District 3140, Bombay Mid Town, Bombay, Member **Planning Commission** Committee on Secondary Education & Vocational Education, New Delhi, Member 11th Plan Committee of **IGNOU,** New Delhi, Advisor - Vocational Education & Training, Times Foundation, New Delhi, Member **FICCI** National Committee on Education, New Delhi, **ASSOCHAM** National Committee on Education, New Delhi, Member 11th Plan Working Group of the **Ministry of HRD,** New Delhi and Member of the Board of the **AICTE,** New Delhi. The views and opinions expressed are Krishan Khanna's personal views and some points may not be accepted by some or all of the above mentioned organizations. Feedback & comments to *i Watch* 211, Olympus, Altamount Road, Mumbai 400 026. Email krishan@wakeupcall.org Website: www.wakeupcall.org Tel +91 22 2353 5466, Fax +91 22 2353 6782.
INDIA 1st is a division of *i Watch*

<u>পাঠকদের জন্যে</u>:- অনুগ্রহ করে এই প্রকাশনা আপনার বন্ধুদের ও সহযোগীদের এবং আপনার কাছাকাছি স্থানীয় স্কুল বা কলেজের কমপক্ষে একজন শিক্ষকের কাছে পাঠান।

Organizations which have supported us in the past